সংবাদ

তারিখ ৩ ১ DEC 2017 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ... ...

জেএসসি-জেডিসি-প্রাথমিক

কমেছে পাসের হার

জেএসসি-জেডিসি

- পাস ৮৩ দশমিক ৬৫%
- কমেছে ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ
- ৫৯ প্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করেনি

রাকিব উদ্দিন

অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমেছে। বেড়েছে শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। কমেছে শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। সবমিলিয়ে ফলাফলের গুরুত্বপূর্ণ সবকটি সূচকেরই অবনতি ঘটেছে।

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় এবার পাস করেছে ৮৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং ১ লাখ ৯১ হাজার ৬২৮ জন পেয়েছে জিপিএ-৫। গত বছর এই পরীক্ষায় পাস করেছিল ৯৩ দশমিক ০৬ শতাংশ শিক্ষার্থী।

এক বছরে এই দুই পরীক্ষায় পাসের হার ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ কমেছে। আর ২০১৬ সালে জেএসসি-জেডিসিতে জেএসসি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

জেএসসি : জেডিসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২ লাখ ৪৭ হাজার ৫৮৮ জন। অর্থাৎ এবার জিপিএ-৫ কমেছে ৫৫ হাজার ৯৬০ জন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল দুপুরে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এবারের ফলাফলের পরিসংখ্যান তুলে দেন। পরে বেলা ২টায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন। এরপরই সারাদেশের শিক্ষার্থী নিজ নিজ কেন্দ্র ও স্কুল থেকে ফল জানতে পায়।

এবার ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেএসসিতে পাসের হার ৮৩ দশমিক ১০ শতাংশ এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে জেডিসিতে গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ৮০ শতাংশ।

গত বছর এই দুই পরীক্ষায় সম্মিলিতভাবে পাস করেছিল ৯৩ দশমিক ০৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে জেএসসিতে ৯২ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং জেডিসিতে ৯৪ দশমিক ০২ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়।

জেএসসি ও জেডিসিতে এবার মোট ১ লাখ ৯১ হাজার ৬২৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে জেএসসিতে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৩৯৭ জন এবং জেডিসিতে সাত হাজার ২৩১ জন জিপিএ-৫ অর্থাৎ পূর্ণ জিপিএ পেয়েছে।

আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেএসসি ও মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে জেডিসি পরীক্ষায় এবার অংশ নিয়েছিল ২৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৪২ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২০ লাখ ১৮ হাজার ২৭১ জন। আর গত বছর এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৩ লাখ ৪৬ হাজার ৯৫৯ জন, যার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল ২১ লাখ ৮৩ হাজার ৯৭৫ জন। এ হিসেবে এবার ১ লাখ ৬৫ হাজার ৭০৪ জন কম উত্তীর্ণ হয়েছে।

জেএসসি ও জেডিসির বেশিরভাগ পরীক্ষার প্রশ্নই এবার পরীক্ষার আগে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ ওঠে।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, '১৯৬১ সাল থেকে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। আগে বিজি প্রেস থেকে পরীক্ষার ২ মাস আগে প্রশ্ন ফাঁস হতো। এখন পরীক্ষার দিন সকালে ফাঁস হয়। কিছু শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁস করছেন। আমরা চেষ্টায় আছি এটাও পুরোপুরি বন্ধ করার।'

সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের পরপরই সারাদেশের শিক্ষার্থী নিজ নিজ স্কুল ও কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার ফলাফল জানতে পায়। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান।

যে কোন মোবাইল ফোন থেকে জেএসসি/জেডিসি লিখে স্পেস দিয়ে নিজ বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১৭ লিখতে এসএমএস করলে ফিরতি এসএমএসে জেএসসি/জেডিসির ফল জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এছাড়া শিক্ষাবোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট (যঃঃঢ়://িি.বফঁপধঃরড়হনড়ধৎফৎবংঁষঃং.মড়া.নফ) এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকেও জেএসসি ও জেডিসির ফল জানা যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ই-মেইলেও জেএসসি ও জেডিসির ফলাফলের সফটকপি পাঠাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড। প্রয়োজনে এদের কাছ থেকেও ফলাফলের কপি সংগ্রহ করা যাবে বলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি জানিয়েছে।

ফল বিপর্যয়ের কারণ ও সরকারের মূল্যায়ন

ফল কেন খারাপ হলো- এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা কোন কিছু গোপন করিনি। যা ফল হয়েছে, তাই প্রকাশ করেছি। সার্বিক মূল্যায়নের জন্য সময় দরকার।'

ফল মূল্যায়নে সবকটি শিক্ষা বোর্ডকে দায়িত্ব দিয়ে পরিপূর্ণ একটি মূল্যায়ন করা হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'একটা সময় ছিল পরীক্ষায় ৫০ শতাংশও পাস করত না। কিন্তু এখন পাসের হার অনেক বাড়াতে আমরা সক্ষম হয়েছি। তবে এবার পাসের হার কমেছে। এটা লুকানোর কিছু নেই। তবে কেন কমলো তা এখনি বলা যাবে না। আমরা স্টাডি করব। তারপর বলতে পারব।'

কুমিল্লা বোর্ডে এবারও পাসের হার কেন কম-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পরীক্ষার খাতা খুব সচেতনভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে বলেই ফলের হার কমছে বলে মনে করি। তবে আরও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।'

নুরুল ইসলাম নাহিদ আরও বলেন, 'স্কুলে যেন সব শিশুকে আনা যায় সেটাই প্রথম দিকে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এখন চ্যালেঞ্জ সব শিক্ষার্থী যেন পাস করতে পারে। আমরা অনেক কষ্ট করে শিক্ষার্থীদের স্কুলে এনেছি। উপবৃত্তি দিচ্ছি, বিনামূল্যে বই দিচ্ছি। স্কুলের অবকাঠামো থেকে সব কিছু সুন্দর করা হয়েছে। টেকনিক্যাল শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে। আমরা প্রযুক্তির কল্যাণকে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাইছি যেন তারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। শিক্ষকদের জন্যেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি।'

সারা দেশে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মান ঠিক রাখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তদারকি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমাদের স্কুলগুলোর দিকে একটু নজর দেয়া দরকার। সেখানে সঠিকভাবে পড়াশোনা হচ্ছে কিনা; এই বিষয়টার দিকে একটু বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এটা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি।'

পাসের হার কমে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ বছর যেহেতু আপনাদের নজরদারি বেড়েছে; সে কারণে হয়তো একটু কম। আশা করি ভবিষ্যতে যেন বাড়ে। আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে, আমরা সব রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। সেখানে, তারা ফেল করবে কেন? তাদের মেধা আছে।'

ফল বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে একটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'বিগত সময়ে পাসের হার বাড়ানোর জন্য ওপর থেকে একটি অলিখিত নির্দেশনা থাকত। এবার কোন নির্দেশনা ছিল না। খাতার যথাযথ মূল্যায়ন করেই নম্বর দিয়েছেন পরীক্ষকরা। এজন্য ফল একটু খারাপ হয়েছে।'

তবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর একেএম সায়েফ উল্লাহ সংবাদকে বলেন, 'মাদ্রাসায় ইংরেজি ও আরবি বিষয়ে এবার খারাপ ফল হয়েছে। এজন্য গড় পাসের হার কমেছে।'

শতভাগ পাস ও শূন্য পাস প্রতিষ্ঠান : এবার সারাদেশের ৫ হাজার ২৭৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৪৫০টি। এ হিসেবে এবার শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান চার হাজার ১৭১টি কমেছে।

অন্যদিকে এবার ৫৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি। গত বছর এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল ২৮টি। অর্থাৎ এ বছর শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠান ৩১টি বেড়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে কী না জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শতভাগ ফেল বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। যেসব বিদ্যালয়ে কেউ পাস করে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। সেখানে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যেহেতু কেউ পাস করে না সেহেতু তারা কিছুই পড়ায় না। তাদের পেছনে খরচ করে তো লাভ নেই। শুধু শুধু সরকারের টাকা নষ্ট।'

বোর্ডভিত্তিক ফল : আট বোর্ডে এবার বরিশালে পাসের হার সবচেয়ে বেশি। তবে সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে ঢাকা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা।

এবার বরিশাল বোর্ডে গড় পাসের সর্বোচ্চ ৯৬ দশমিক ৩২ শতাংশ এবং কুমিল্লা বোর্ডে সবচেয়ে কম-৬২ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

জেএসসিতে ঢাকা বোর্ড থেকে এবার সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৭৬ হাজার ৮৪৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ড : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৬ লাখ ৮২ হাজার ৯৫৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ৫ লাখ ৫৭ হাজার ৭২২ জন। গড় পাসের হার ৮১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এ বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৬ হাজার ৮৪৮ জন, গত বছর যা পেয়েছিল ৮৬ হাজার ৩৫০ জন।

রাজশাহী বোর্ড : রাজশাহী বোর্ড থেকে জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২ লাখ ৩৭ হাজার ১০০ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ২ লাখ ২৬ হাজার ৫৩০ জন। গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৬৩৩ জন, গত বছর যা ছিল ৪০ হাজার ৪৭১ জন।

কুমিল্লা বোর্ড : কুমিল্লা বোর্ডে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৫৩ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৪৫৬ জন। গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ৮৩ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৮৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এই বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ হাজার ৮৭৫ জন, গত বছর যা ছিল ১৯ হাজার ১৮৬ জন।

যশোর বোর্ড : যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২ লাখ ৯ হাজার ৫১৫ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭৭৬ জন। এ বোর্ডে গড় পাসের হার ৮৩ দশমিক ৪২ শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৯৫ দশমিক ৩৫ শতাংশ। যশোর বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৪ হাজার ৬১২ জন, গত বছর যা ছিল ২২ হাজার তিনজন।

চট্টগ্রাম বোর্ড : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১ লাখ ৮০ হাজার ৮৬৮ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৮১৪ জন। গড় পাসের হার ৮১ দশমিক ১৭ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯০ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ৩১৫ জন, গত বছর যা পেয়েছিল ১৪ হাজার ১৩৫ জন।

বরিশাল বোর্ড : বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১ [illegible] হাজার ৩৯৭ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ১৪ হাজার ৩৫ জন শিক্ষার্থী। বরিশালে এবার গড় পাসের হার ৯৬ দশমিক ৩২ শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৯৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে আট হাজার ৪৩১ জন, ২০১৬ সালে যা পেয়েছিল ১৫ হাজার ৫৭০ জন।

সিলেট বোর্ড : সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১ লাখ ৩৫ হাজার ২০২ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার ৮৮২ জন। এবার গড় পাসের হার ৮৯ দশমিক ৪১ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ। সিলেটে এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৭ হাজার ৬২১ জন, গত বছর যা পেয়েছিল ১০ হাজার ২৫৫ জন।

দিনাজপুর বোর্ড : দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২ লাখ ২৮ হাজার ৩৪৮ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ১ হাজার ৮০৯ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৮৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯২ দশমিক ৯৯ শতাংশ। দিনাজপুরে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ৬২ জন, গত বছর যা ছিল ২৭ হাজার ৮৯ জন।

মাদ্রাসা বোর্ড : মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৫৬৯ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে ৩ লাখ ১১ হাজার ২৪৭ জন। গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ৮০ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯৪ দশমিক ০২ শতাংশ। মাদ্রাসায় এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭ হাজার ২৩১ জন, গত বছর যা ছিল ১২ হাজার ৫২৯ জন।

বিদেশি কেন্দ্র : বিদেশের ৯টি কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৫৯৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৫৬২ জন। গড় পাসের হার ৯৩ দশমিক ৮২ শতাংশ। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮৩ জন, গত বছর যা ছিল ৮৪ জন।